ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৩

ধারণাপত্র

টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারুণ্য : চাই জাতীয় সবুজ-দক্ষতা কৌশল

বাংলাদেশের যত ইতিবাচক অর্জন, বিজয় ও সংস্কার, আন্দোলন, সংগ্রাম ও সাফল্যের জয়যাত্রা–নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্র সমাজ, তরুণ ও যুবারা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলন তারই প্রমাণ। দেশের অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি–যুব জনগোষ্ঠী। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সবার আগে সাহস নিয়ে ঝাপিয়ে পড়া যুবারা সামনের দিনেও দেশের প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের মূল কারিগর–এই যুব জনগোষ্ঠী।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

১৯৯১ সালে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশ্ব যুব ফোরামে অংশগ্রহণকারী তরুণদের দাবির প্রেক্ষিতে[১] ১৯৯৮ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের "ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব মিনিস্টারস রেসপন্সিবল ফর ইয়ুথ"–এ ১২ আগস্ট দিনটিকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১২ আগস্ট "আন্তর্জাতিক যুব দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। "আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৩" এ জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিপাদ্য হলো– **'টেকসই বিশ্ব বিনির্মাণে চাই তারুণ্যের জন্য সবুজ দক্ষতা' (Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World)**।[২]

সবুজ-দক্ষতা

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে "সবুজ-দক্ষতা" একটি নতুন ধারণা। সহজ কথায়, সবুজ-দক্ষতা হলো একটি টেকসই সমাজে বসবাস ও বিকাশের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ক্ষমতা, মূল্যবোধ ও মনোভাব। প্রাণ-জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াসমূহ আয়ত্ত, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে তরুণদের এই দক্ষতাকে ব্যবহার করা অপরিহার্য। সবুজ-দক্ষতা বিশ্ববাসীকে সবুজ এবং আরও টেকসই বিশ্বে বিনির্মাণে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলে।[৩] টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন ও সবুজ ও পরিবেশবান্ধব বিশ্ব বিনির্মানের প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন সবুজ-দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই, অন্যদিকে তেমন তরুণ সমাজের কর্মসংস্থানসহ উন্নয়ন সমাজ পরিবর্তনের মূল অনুঘটক ও নেতৃত্বের ভূমিকা নিশ্চিতেও এই দক্ষতায় দক্ষ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৩ : তারুণ্য ও সবুজ-দক্ষতা

গত বছর দেশের প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি ও গৃহগণনার প্রাথমিক ফলে দেখা যায়, দেশে তরুণ-যুব জনগোষ্ঠী অর্থ্যাৎ ১৫-২৯ বছরে মধ্যে থাকাদের সংখ্যা ৪ কোটি ৫৯ লাখ। যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯.১১ শতাংশ)।[৪] সর্বশেষ জনশুমারি বিবেচনায় নিলে, তরুণ-যুব জনগোষ্ঠীর হাত ধরে দারুণ এক জনমিতিক সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। যদিও সেই সম্ভাবনার পুরোটাই নির্ভর করে এই বিপুল তারুণ্য কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে তার ওপর। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তরুণদের "সবুজ-দক্ষতায়" দক্ষ করে তোলার বিকল্প নেই। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সবুজ-দক্ষতা। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, অভিযোজন এবং গ্রিনহাউজ প্রশমন, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের বিকাশ, স্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, টেকসই পরিবেশবান্ধব কৃষি, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নকশা ও নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিক যানবাহন ও টেকসই গতিশীলতা অর্জন, পরিবেশবান্ধব ট্যুরিজম, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সবুজ-দক্ষতার চাহিদা ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ছে। ওয়ার্ল্ড এনার্জি ট্রানজিশন আউটলুক ২০২১

[১] https://www.timeanddate.com/holidays/un/international-youth-day
[২] https://rb.gy/clcwq
[৩] https://www.unido.org/stories/what-are-green-skills
[৪] https://sid.gov.bd/sites/default/files/files/sid.portal.gov.bd/publications/01ad1ffe_cfef_4811_af97_594b6c64d7c3/Report-for-website1-compressed.pdf

অনুযায়ী, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে ২০৫০ সালের মধ্যে ১২.২ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। সঠিক কৌশল অবলম্বন করে বাংলাদেশও এই বিশাল সম্ভাবনার অংশীদার হতে পারবে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও শিল্পের বিকাশ হবে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিতে সবুজ দক্ষতায় দক্ষ তরুণরা ভূমিকা রাখবেন।[৫]

দেশের শ্রমশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তরুণরা যেন মানবসম্পদ হিসেবে কাজ করতে পারেন সে কারণে বাংলাদেশ সরকার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১– এ গ্রামীণ এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[৬] অন্যদিকে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, টেকসই কৃষি ও সবুজ শস্য খাতকে বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তরুণ যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছে সরকার।[৭] তরুণদের সবুজ-দক্ষতায় দক্ষ করে তুলতে পারলে প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথেও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও টিআইবি

টিআইবির উদ্যোগে বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী চলমান সামাজিক আন্দোলন– বিশেষ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি তরুণ-যুব জনগোষ্ঠী। টিআইবি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-যুবাদের সম্পৃক্ত করে দেশের ৪৫টি সনাক অঞ্চলে ও ঢাকার ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সেবার মান উন্নয়নে ইয়েস গ্রুপগুলো নানাভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। প্রতিবছরের মতো টিআইবি আন্তর্জাতিক যুব দিবস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উদ্‌যাপন করছে। সারাদেশের ইয়েস সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণে অনলাইন ও অফলাইন প্ল্যাটফর্মে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৩ : তারুণ্যের দাবি

সম্ভাবনার যুব জনগোষ্ঠীকে জাতীয় অর্জনের মূল চালিকাশক্তি বিবেচনা করে দিবসটি উপলক্ষে টিআইবি ও এর তরুণ অংশীজনরা নিম্নোক্ত সুপারিশ উত্থাপন করছে–

১. বৈশ্বিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট জাতীয় সবুজ-দক্ষতা কৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং যথাযথ প্রাধান্যের সঙ্গে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও টেকসই ভবিষ্যত বিনির্মাণে তরুণ-যুব জনগোষ্ঠীর জন্য সবুজ-দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে উল্লিখিত সবুজ-দক্ষতা কৌশল অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি, টেকসই কৃষি, পরিবেশবান্ধব নগর পরিকল্পনা এমন বিষয়সমূহ যুক্ত করতে হবে এবং সবুজ-দক্ষতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তরুণ জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ও কারিগরিভাবে, বিশেষ করে সবুজ দক্ষতায় দক্ষ করে তুলতে হবে।

৪. আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও নারী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন সবুজ-দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. জাতিসংঘের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি ও সবুজ শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে।

৬. স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে যেসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত থেকে তরুণরা কর্মহীন হয়েছে, সেগুলো চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. তরুণদের মধ্যে সবুজ উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প পেশার (যেমন– সবুজ-দক্ষতানির্ভর আউটসোর্সিং, ফ্রিল্যান্সিং) জন্য কর্মহীন তরুণ বা সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোতে সবুজ-দক্ষতার আলোকে প্রযোজ্য পরিবর্তন আনতে হবে এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগ-প্রক্রিয়া দুর্নীতিমুক্ত এবং মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমান প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

[৫] https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf?rev=71105a4b8682418297cd220c007da1b9
[৬] https://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1051/vision%202021-2041(bangla).pdf
[৭] https://rb.gy/xliqt